মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন মিজানুর রহমান

পরীক্ষামূলকভাবে মাশরুম চাষে সফলতা পেয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগরের তরুণ উদ্যোক্তা মিজানুর রহমান।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে তিনি জানান, “আমার ইচ্ছে ছিল নতুন কিছু চাষ করার। ইউটিউবে মাশরুম চাষ সম্পর্কে জানতে পেরে আগ্রহী হয়ে উঠি। এরপর জীবননগর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মনোহরপুর ইউনিয়নের দায়িত্বরত কৃষি কর্মকর্তা মোরশেদ বিল্লাহর সহযোগিতায় ৫০ কেজি বীজ সংগ্রহ করে প্রায় ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগ তৈরি করি এবং পরীক্ষামূলকভাবে চাষ শুরু করি।”

তিনি আরও বলেন, “আমার চাষ করা মাশরুমগুলো ওয়েস্টার জাতের এবং বর্তমানে এগুলোর বয়স আড়াই মাস। মাশরুম পলিব্যাগ তৈরির জন্য আমি কৃষি কর্মকর্তার পরামর্শে কাঠের গুঁড়া ও মাশরুমের বীজ ব্যবহার করেছি। পরিচর্যার ক্ষেত্রে আহামরি কিছু করতে হয় না। তবে অতিরিক্ত গরমে দিনে ৩-৪ বার বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করতে হয়।”

ছত্রাক সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে তিনি বলেন, “কোনো পলিব্যাগে ছত্রাক দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে আলাদা করে ফেলতে হবে। না হলে অন্য পলিব্যাগগুলোও আক্রান্ত হবে।”

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মাশরুম চাষের উপযোগিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, “মাশরুম মূলত শীতপ্রধান দেশে ভালো চাষ হয়। তাই চাষের জায়গাটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন সেখানে সরাসরি রোদ না আসে এবং তাপমাত্রা ২২-২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। যদি গরম বেশি হয়, তাহলে সকালে, দুপুরে ও রাতে বাষ্প আকারে পানি স্প্রে করলেই সমাধান হয়ে যায়।”

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে তিনি বলেন, “শুরুর দিকে আমার ২০০টি মাশরুম পলিব্যাগের মধ্যে প্রায় ৪০টি নষ্ট হয়ে যায়। তবে পরীক্ষামূলকভাবে চাষ করার ফলে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি—কীভাবে এটি তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে পরিচর্যা করতে হয়। ভবিষ্যতে বাণিজ্যিকভাবে মাশরুম চাষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। আপনারা সকলে আমার জন্য দোয়া করবেন।”

এছাড়াও তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে ধন্যবাদ জানান তার মতো একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার গল্প তুলে ধরার জন্য।

দামুড়হুদায় জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

দামুড়হুদায় জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টায় “তোমার আমার বাংলাদেশ, ভোট দিব মিলেমিশে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের যৌথ আয়োজনে প্রথমে নির্বাচন অফিস চত্বর থেকে র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভোটার দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ভোটার তালিকা স্বচ্ছভাবে করতে হবে। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রাখে এমন কোনো নাগরিক যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশের প্রতিটি ভোটার যেন সুষ্ঠু পরিবেশে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত যেকোনো নির্বাচনে স্বচ্ছভাবে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের মতো ভোট ব্যবস্থা আমরা আর চাই না।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহলের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নূর উল্লাহ, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি সামসুজ্জোহা পলাশ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, বীর মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা সহকারী নির্বাচন কর্মকর্তা ইমরান খান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মারুফ বিল্লাহ, নাহিদ হাসান, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের পরিচিত সভা

দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের আয়োজনে ইউনিয়নের পারকৃষ্ণপুর বাজারে পরিচিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

দর্শনা পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি শফিউল্লাহর সভাপতিত্বে পরিচিত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী দলের আহব্বায়ক কামরুজ্জামান বাবলু, অনুষ্টানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধন করেন, দর্শনা থানা বিএনপির সহ-সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী দলের সদস্য ইকরামুল হক, দর্শনা থানা কৃষকদলের আহব্বায়ক আশরাফুল হক (বিল্লব), দর্শনা থানা সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ন-আহব্বায়ক আশাবুল হক আনার।

দর্শনা থানা কৃষকদলের যুগ্ন-আহব্বায়ক আনোয়ার হোসেনের সঞ্চালনায় এ পরিচিত সভায় উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের নবগঠিত কমিটির সভাপতি আওলাদ হোসেনকে, সাধারন সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, সহ-সভাপতি হামিদুর রহমান ওরফে হাসেম আলী, বাবুল হালসানা, জহিরুল ইসলাম খোকন, নুর বক্স, যুগ্ন-সাধারন সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মামুন, শফিকুল ইসলাম শফি, হযরত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন আলম, যুগ্ন-সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী মদন হালদার, বাবলুর রহমান বাবু, প্রচার সম্পাদক ইব্রাহীম, দপ্তর সম্পাদক মামুন, ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক (কোষাধ্যক্ষ) বাবু মোল্লা, সদস্য আব্দুল মান্নান, রফিকুল ইসলাম, সিদ্দিক আলী, রবিউল ইসলাম ও ভবেশ হালদার।

এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন, পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়ন যুবদল, ছাত্রদল, কৃষকদল, মৎসীজীবী দল সহ বিএনপি বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নের্তৃবৃন্দ।

দর্শনায় মাদক উদ্ধারসহ গ্রেফতার-৩

দর্শনায় অপারেশন ডেভিল হান্ট দর্শনা পৌর এলাকায় অভিযান পরিচালা করেন।

এ অভিযানে দর্শনা পৌরসভাধীন পৃথক তিনিটি স্থান থেকে মাাদকদ্রব্য উদ্ধার সহ এক নারী এবং দুই পুরুষ মাদক ব্যাবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। এ গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে পুরুষ দুই মাদক ব্যাবসায়ীকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে এবং নারী মাদক ব্যাবসায়ীর বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে নিয়মিত মামলা।

অপারেশন ডেভিল হান্ট দর্শনা পৌর এলাকার আনোয়ারপুরের মৃত আবু জাফরের ছেলে রিপন হোসেন (৩০) ও দর্শনা পৌর এলাকার শান্তিপাড়ার মোহাম্মদ আলীর ছেলে মালেককে (৪৫) অবৈধ মাদকদ্রব্য সেবনের অপরাধে তাতেরকে গ্রেফতার করেন। পরে তাদেরকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা ও কারাদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

এদের মধ্যে দর্শনা আনোয়ারপুরের মৃত আবু জাফরের ছেলে রিপন হোসেনকে নগদ ১০ হাজার টাকা জরিমানা ও ২০ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং অপর আসামী দর্শনা শান্তিপাড়ার মোহাম্মদ আলীর ছেলে মালেককে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদন্ড ও নগদ ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেন।

পরে দন্ডিত জরিমানা ও কারাদন্ডপ্রাপ্ত আসামীদেরকে চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে দর্শনা থানা পুলিশের মাধ্যমে। এ রায়প্রদান করেন মোবাইল কোর্টের বিজ্ঞঃ বিচারক ও দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) কেএইচ তাসফিকুর রহমান।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৮ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে থানার এসআই অনুজ কুমার সরকার সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা পৌরসভাধীন ইশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের বাগানপাড়ায়।

এসময় শিল্পী বেগমের (৪০) বসত বাড়ী হতে ৫০ পিচ ইয়াবা ট্যাবলেট সহ তাকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত শিল্পি বেগম দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের ঈদগাহপাড়ার জামির হোসেনের স্ত্রী।

গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

দর্শনায় কেরু চিনিকলে আখ মাড়াই বন্ধ

দর্শনায় কেরু চিনিকল ১২ দিন বন্ধ রেখে আধুনিকায়ন প্রযুক্তিতে আঁখ মাড়াই শুরু করার কথা থাকলেও শেষ পযর্ন্ত পূর্বের অবস্থায় ফিরে গিয়ে আঁখ মাড়াই শুরু করলেন মিল কর্তৃপক্ষ। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত সড়ে ১০টায় মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ রেখে নতুন বয়লিং হাউজ চালুর করার সিধান্ত নেয় প্রকল্পের (পিডি) প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ফিদা হাসান বাদশা। তবে শেষ পযর্ন্ত পুরাতন বয়লিং হাউজ দিয়ে মিলটি চালু করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলার একমাত্র ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান দর্শনা কেরু এ্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ লিমিটেড। কেরু চিনিকল চলতি ইক্ষু মাড়াই মৌসুম কার্যক্রম যাত্রা শুরু গত ২০ ডিসেম্বর গত শুক্রবার বিকাল ৩ টায়। টানা ৫২ দিন মাঁড়াই কার্যক্রম চলার পর হঠাৎ করে নতুন বয়লিং হাউজ চালানোর সিদ্ধান্ত নেই বিএম আর আই প্রকল্প। সে কারনে কেরুজ কর্তৃপক্ষ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি রাত সড়ে ১০টায় মাঁড়াই কার্যক্রম বন্ধ রেখে নতুন বয়লিং হাউজ চালুর করার সিধান্ত নেয় প্রকল্পের (পিডি) প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ফিদা হাসান বাদশা।

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নতুন বয়লিং হাউজে গরম হয়ে আগুন ধরে যায়। সাথে সাথে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলে ফায়ার সার্ভীসের কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তার আগেই নতুন বয়লিং হাউজের কিছু হাউজিং পাইপ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে প্রায় অনেক টাকার ক্ষয় ক্ষতি হয়। ক্ষয়ক্ষতির কথা জানতে চাইলে প্রকল্পের (পিডি) প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ফিদা হাসান বাদশা বলেন আমি কিছুই বলতে পারবো না। ২০১২ সালের সেনা বাহীনীর নিয়ন্ত্রিত বাস্তবায়নে বাংলাদেশ মেশিনটুলস ফ্যাক্টরি লিঃ সরকারী অর্থায়নে বি এম আর অব কেরু এ্যান্ড কোং বিডি লিঃ ১ম সংশোধিত প্রকল্প কাজ শুরু করে। দীর্ঘ ১৩ বছরেও এ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়নি। এ প্রকল্পের প্রথম ধাপে ১শ ২০ কোটি টাকা অনুমোদন হলেও পরে তা বাড়িয়ে ২শ কোটি টাকারও বেশি বাড়িয়ে নেয়।

দীর্ঘ ১৩ বছর পর গতকাল মঙ্গলবার নতুন বয়লিং হাউজ চালু হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত চালু হলো না। এ বছরে চালু হবে কিনা তা কেউ বলতে পারছে না। তাহলে কার ভরসায় ১২ দিন মাড়াই কার্যক্রম বন্ধ হলো। এ ক্ষতির দায়ভার কে নিবে। চিনিকলটি ১২ দিন বন্ধ থাকায় আঁখ চাষীরা আখ রোপন থেকে পিছু হাটছে। কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর ডিজিএম সম্প্রসারণ মাহাবুবুর রহমান গত ২২ ফেব্রয়ারী ফেসবুকে পোষ্ট দিয়ে জানান দেন, অর্ধেক জমিতে আখ দাঁড়িয়ে আছে বাকি অর্ধেক মুড়ি আখ রয়েছে।

জীবননগর সাবজনের বিশিষ্ট আখ চাষী ছাইদার হোসেন বলেন, আমার আখ এখনও সমুদয় আখ এখনও সরবারাহ করতে পারেনী। যার কারনে তিনি ক্ষোভে হতাশা বিরাজ করে ০.৫০ একর মুড়ি আখ চষে ফেলছিলো। এমন হাজারো চাষীরা এবার আখ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। তাহলে চাষীরা যদি আখ চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এ দায়ভার কে নিবে। এ চিনিকলটি ১২ দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় পুনরায় পুরাতন মিল দিয়ে আঁখ মাড়াই কার্যক্রম শুরু করে। আসলে চিনিকলটি এভাবে চলতে থাকলে আগামীতে আঁখের অভাবে মুখ থুবড়ে পড়বে বলে ধারনা করছে আখ চাষীরা।

২০২৪-২৫ আখ মাড়াই মৌসুমের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে কেরু এ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেডের। ৬৫ কার্য দিবসে ৭০ হাজার মেট্রিক টন আখ মাড়াই করে ৪ হাজার ২০০ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। চিনি আহরণের হার ধরা হয় ৫ শতাংশ।

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৫২ দিনে এ যাবত ৬০ হাজার ৪৩৮ পয়েন্ট ৮৩৫ মেট্রিক টন আঁখ মাড়াই করে ৩ হাজার ১২৮শত ৫ পয়েন্ট ১৭ মেট্রিক টন চিনি উৎপাদন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। গত ২০/০২/২০২৫ তারিখ দর্শনা কেরু চিনিকলটি চালু হওয়ার পর মিলটি বন্ধ হয়ে যায়। গতকাল মঙ্গলবার মিলটি চালু হওয়া পযর্ন্ত কেরু বাণিজ্যিক খামারে এবং কৃষকের জমিতে ৭/৮ শত একর দন্ডায়মান আঁখ রয়েছে বলে জানান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান।

তিনি আরো বলেন, চলতি আঁখ রোপন মৌসুমে ৬ হাজার একর জমিতে আঁখ রোপন করা জন্য সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছ্। এ পযর্ন্ত ৫ হাজার একর জমিতে আঁখ রোপন হয়েছে। আরো এক হাজার একর জমিতে আঁখ রোপন করা হবে বলে তিনি আশাবাদী। তবে মিল কর্তৃপক্ষ সার বিতরণের উপর নিরভর করে লক্ষ্যমাত্রা করেন। বাস্তবে কতটুকু আঁখ রোপন হয়েছে তা বলা অসম্ভব। কারণ চাষীরা আঁখ লাগানোর জন্য যে পরিমান জমির কথা বলে সার উত্তোলন করে, তা সঠিক হয় না, কারণ কেরু মিল থেকে সার উত্তোলন করে জমিতে ভুট্টা ও ধান রোপন করে। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মিল এলাকায় আঁখ রোপনের লক্ষমাত্রা অর্জন হয় না।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এর মধ্যে সকালে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য র্যালির মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। র্যালিটি ইউনিয়নের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব, জনসেবায় ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা

এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় তিনি স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য দেন।

এছাড়া, ইউপি সদস্য, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি সলেমান মল্লিক, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, রিকাত আলী সহ ইউনিয়নের সকল ইউপি সদস্য বৃন্দ।

সভা শেষে ইউনিয়ন পরিষদের সেবাগুলো সহজে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে জন্মনিবন্ধন, নাগরিক সনদ ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। এই আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আয়োজকরা মনে করেন।

দর্শনায় গাঁজাসহ ব্যাবসায়ী গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৫কেজি গাঁজাসহ হৃদয়কে (২৫) গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গ্রেফতাকৃত হৃদয় পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ঝাঁজাডাঙ্গা গ্রামের মৃত্যু সুন্নত আলীর ছেলে।

সোমবার দিনগত রাত ১ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ শহীদ তিতুমীরের নেতৃত্বে,অভিযান চালায় দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী ঝাঝাডাঙ্গা গ্রামে। এ সময় দর্শনা থানার এস আই মাসুদুর রহমান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ

ঝাঝাডাঙ্গা ঈদগাহ পাড়ায় অভিযান চালায়।

এ সময় পুলিশ হৃদয়ের ১তলা বাড়ির ভিতর থেকে প্লাস্টিকে মেড়ানো লালটেপ জাড়ানো অভিনব কায়দায় লুকানো ভারতীয় ১৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় এস আই মাসুদুর রহমান বাদি হয়ে মাদক আইনে মামলাসহ চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করেছে।

দর্শনায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় ২০ ঘণ্টার মাথায় প্রধান আসামিসহ গ্রেফতার ৩

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে।

ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে ৩ জন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

গত রবিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী মাঠের মধ্যে সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে ছিনতাইকারীরা নববধূসহ ২ জনকে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করে। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে সোমবার দুপুর ২টার দিকে ৩ জনকে গ্রেফতার করে। ছিনতাইয়ের ২০ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ প্রধান আসামিসহ তাদের আটক করে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন ওসমানপুর বেঁদেপোতা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে আব্দুস সালাম (৫২), কুড়ালগাছি ইউনিয়নের হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে মাওলা বক্স (৪৬), পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের

সাড়াবাড়িয়া গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে শাহাবুদ্দিন বদই (৪৫)।

পুলিশ জানায়, ছিনতাইয়ের প্রধান আসামি আব্দুস সালামকে ধরতে গিয়ে তিনি পানির মধ্যে লুকিয়ে যান। পুলিশ কাদায় নেমে তাকে গ্রেফতার করে।

আহতরা হলেন কুড়ালগাছি ইউনিয়নের নতুন গ্রামের মজিবর রহমানের ছেলে সাগর (২৪), দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামের মজিবর রহমানের মেয়ে ও সাগরের স্ত্রী শাফিয়া খাতুন (১৮)।

আহত সাগর জানান, “আমি দর্শনা শ্যাম্পুর গ্রামে শ্বশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে হরিশচন্দ্রপুর গ্রামে আমার বাড়ি ফিরছিলাম। সাড়াবাড়িয়া ও হরিশচন্দ্রপুর গ্রামের মধ্যবর্তী সড়কের প্রতিবন্ধী স্কুলের কাছে পৌঁছালে ৪ জন ছিনতাইকারী রাস্তার ওপর বাঁশ ফেলে আমাদের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে এবং সেটি ভাঙচুর করে।

এরপর ছিনতাইকারীরা আমার পালসার মোটরসাইকেলের চাবি কেড়ে নিতে চায়। আমি তাদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করি। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আরেকটি মোটরসাইকেল আসছিল। তখন আমি কিছুটা সাহস পেয়ে চিৎকার করে ‘বাঁচাও, বাঁচাও’ বলতে থাকি। ছিনতাইকারীরা আমাকে বাম হাতে ও ডান কাঁধে দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করে। আমার স্ত্রীকেও মারধর করে এবং তার কাছ থেকে স্বর্ণের আংটি, চুড়ি, চেইনসহ প্রায় লক্ষাধিক টাকার গহনা ও আমার কাছে থাকা ৪৫ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয়।”

এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা মোটরসাইকেল আরোহী তার গ্রামে ফিরে গিয়ে ঘটনাটি জানায়। খবর পেয়ে গ্রামের লোকজন ছুটে আসলে ছিনতাইকারীরা তাদের ব্যবহৃত একটি বাজাজ মোটরসাইকেল (নং- ঝিনাইদহ-হ ১১-০১৭৮) ফেলে পালিয়ে যায়।

পুলিশ সেই মোটরসাইকেলের সূত্র ধরে তদন্তে নামে এবং তিনজন ছিনতাইকারীকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। আমি (সাগর) ছিনতাইকারী ২ জনকে চিনতে পারি এবং পরে পুলিশকে জানাই।

ঘটনার পর দর্শনা থানার অফিসার মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এবং ছিনতাইকারীদের ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যান।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাম্মদ শহীদ তিতুমীর ঘটনার সত্যতা

নিশ্চিত করে বলেন, “আমরা ছিনতাইকারীদের মধ্যে ৩ জনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছি।”

এ ঘটনায় সাগর বাদী হয়ে ৩ জনের বিরুদ্ধে ছিনতাই মামলা দায়ের করেছেন।

দর্শনায় এক সপ্তাহে ১৩টি বোমা উদ্ধার, ভোরে বিকট বিস্ফোরণ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় এক সপ্তাহের ব্যবধানে ১৩টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধারের ঘটনা ঘটেছে। একের পর এক বোমা উদ্ধারের ঘটনায় বেশ ভাবিয়ে তুলছে দর্শনাবাসিকে। দর্শনায় ভোর রাতে বিকট শব্দে বোমার বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটিয়েছে একদল দুর্বৃত্ত।

দুটি গ্রামে পৃথক স্থান থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় লাল কসটেপ ও কালো কসটেপ মোড়ানো সাদা পলিথিনের মধ্যে পাওয়া গেছে ৬টি বোমা। বৃহস্পতিবার (২০ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ও সকালে এ বোমাগুলো পাওয়া যায়। এ শক্তিশালী বোমাগুলো ঘিরে রেখেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী।

এতে কোন হতাহতের ঘটনা না ঘটলেও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে দর্শনা সহ দুটি গ্রামের মানুষের মধ্যে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দল।

জানাযায়, বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভাধীন ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে বিকট শব্দে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বোমা বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে গ্রামের লোকজন আতঙ্কিত হয়ে দিক-বিদিক ছুটাছুটি শুরু করে।

ভোর রাতে গ্রামের বড় মসজিদপাড়ার মৃত আনছার আলীর ছেলে রুবেল হোসেনের বসত ঘরের পিছনে এ বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। এসময় লোকজন পরিত্যক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে রাস্তার উপরে দুটি বোমা রেখে যায়। পরে পুলিশ খবর পেয়ে দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়া মাঝপাড়ার মৃত নুরুুল ইসলাম মাস্টারের বাঁশঝাড়ের নিচে ৪টি বোমা পড়ে আছে।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দামুড়হুদা ও জীবননগর উপজেলার সার্কেল এএসপি ও দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ খন্দকার শহীদ তিতুমীর। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সেনাবাহিনীর একটি টিম। ঘটনাস্থলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দেখে কালো ও লাল কসটেপ মোড়ানো ৪টি বোমা পড়ে আছে। এ ঘটনায় গোটা দর্শনা জুড়ে বিরাজ করছে বোমা আতঙ্ক।

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কেরুজ চত্বরে ভোরে ১টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা। পরে সকাল ১১টায় ১টি লাল কসটেপ মোড়ানো বোমা উদ্ধার করে বিস্ফোরণ ঘটায় বোমা ডিসপোজাল টিম রাজশাহীর র্যাব ৫ একটি দল। তারপর ১৫ ফেব্রুয়ারি কেরুজ চত্বরের পুকুরের ভিতর কালো কসটেপ মোড়ানো আরও ১টি বোমা উদ্ধার করে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি দর্শনা কেরুজ চত্বরে যৌথ চিরনী অভিযানে আরও ৪টি শক্তিশালী বোমা উদ্ধার করে। এ বোমাগুলো ঘিরে রাখে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পরের দিন বিকাল ৪টায় যশোর সেনাবাহিনীর বোমা ডিসপোজাল একটি টিম বোমাগুলো বিকট শব্দে নিষ্ক্রীয় করে। গত ৪ দিনের মাথায় আবারও ১ বোমা বিস্ফোরণ ও ৬টি বোমা উদ্ধারের ঘটনায় দর্শনাবাসিকে বেশ ভাবিয়ে তুলছে।

এ বিষয়ে এএসপি জাকিয়া সুলতানা বলেন, “আমরা বোমা উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে পুলিশের একাধিক টিম কাজ করছে। তবে যে কোন সময় আমরা অপরাধীকে ধরে ফেলব।” এদিকে বোমাগুলো ঘিরে রেখেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

দামুড়হুদায় মাস্টার্স ছাত্রকে কুপিয়ে হ’ত্যা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার বদনপুর গ্রামের মাঠে মাসুদ রানা রঞ্জু (২৩) নামের এক মাস্টার্স পড়া ছাত্রের এলোপাতাড়ি কোপানো মরদেহ উদ্ধার করেছে দামুড়হুদা থানা পুলিশ। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারাল অস্ত্রের আঘাত রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

নিহত রঞ্জু বদনপুর গ্রামের আজিজু রহমান মীরের ছেলে। গতকাল রবিবার রাত ৮টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ থেকে ফোন পেয়ে দামুড়হুদা

মডেল থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে পৌছে সংবাদের সত্যতা পান। চুয়াডাঙ্গা সহকারী পুলিশ সুপার কনক কান্তি দাস, দামুড়হুদা সার্কেল এ এস পি জাকিয়া সুলতানা ও দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

নিহতর পিতা আজিজুর মীর বলেন, গতকাল রবিবার সকাল ৯টার দিকে মাঠে ভুট্টা খেতে পানি দিতে যায় রঞ্জু। দুপুর দুইটার দিকে আমি রঞ্জুর জন্য খাবার নিয়ে মাঠে গিয়ে তাকে খুঁজে পায়নি। এসময় তার মোবাইলে কল দিলেও রিসিভ না হওয়ায় আমি বাড়ি ফিরে আসি। সন্ধ্যায় মাগরিবের পরেও যখন রঞ্জু বাড়ি না আসে তখন আমি কয়েকজনকে সাথে নিয়ে ছেলেকে মাঠে খুঁজতে যায়। জমির আসপাশে খুঁজে না পেয়ে ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে খোঁজা খুঁজির এক পর্যায় তাকে মাটিতে পরে থাকতে দেখি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, রাত ৮টার দিকে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নাম্বার থেকে ফোন পেয়ে ঘটনাস্থল বদনপুর গ্রামের ভোলার বাগানের মাঠে একটি ভুট্টা ক্ষেতে মাস্টার্স এর ছাত্র রঞ্জুর লাশ দেখতে পায়। তার মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে ধারাল অস্ত্রের আঘাতের ক্ষত দেখতে পাওয়া গেছে। আমরা এখনো (রাত সাড়ে ১০ টা) ঘটনাস্থলে অবস্থান করছি। পিবিআইকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে।

পিবিআই সদস্যরা এসে আলামত সংগ্রহ করার পর লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হবে।